# ন্যায় দর্শনসম্মত লৌকিক সন্নিকর্ষ

দেবব্রত সাহা
সহকারী অধ্যাপক, হীরালাল ভকত কলেজ, নলহাটী, বীরভূম

মহর্ষি গৌতম তাঁর "ন্যায়-সূত্র" গ্রন্থে প্রত্যক্ষ-এর লক্ষণে বলেছেন, "ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষোৎপন্নং....."। এখানে 'সন্নিকর্ষ' বলতে ইন্দ্রিয়ের সাথে অর্থের সম্বন্ধকে বোঝানো হয়েছে। এই সম্বন্ধ আবার লৌকিক ও অলৌকিক ভেদে দু-প্রকার। ইন্দ্রিয়ের সাথে অর্থের সম্বন্ধ যখন সরাসরি লৌকিকভাবে হয়, তখন লৌকিক সন্নিকর্ষ হয়; আর যখন সরাসরি হয় না, তখন অলৌকিক সন্নিকর্ষ হয়। আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় হল লৌকিক সন্নিকর্ষ ও তার প্রকারভেদ। লৌকিক সন্নিকর্ষ ছয় প্রকার-

১) সংযোগ সন্নিকর্ষ,

২) সংযুক্ত-সমবায় সন্নিকর্ষ,

৩) সংযুক্ত-সমবেত-সমবায় সন্নিকর্ষ,

৪) সমবায় সন্নিকর্ষ,

৫) সমবেত-সমবায় সন্নিকর্ষ, ও

৬) বিশেষ্য-বিশেষণাভাব সন্নিকর্ষ।

১) সংযোগ সন্নিকর্ষঃ চক্ষু ইন্দ্রিয়ের সাথে ঘট-দ্রব্যের প্রত্যক্ষে সংযোগ সন্নিকর্ষ হয়। দুটি দ্রব্যের (চক্ষু ও ঘট উভয়ই দ্রব্য) মধ্যে যে সন্নিকর্ষ হয়, তাকে বলে সংযোগ সন্নিকর্ষ। যেমন- চক প্রত্যক্ষে চক্ষু ইন্দ্রিয়ের সাথে চকের যে সম্বন্ধ হয়, তাকে সংযোগ সন্নিকর্ষ বলে। সংযোগ সন্নিকর্ষের ক্ষেত্রে দুটি দ্রব্যের মধ্যে কোনও অবয়ব-অবয়বীর ভাব থাকে না।

২) সংযুক্ত-সমবায় সন্নিকর্ষঃ দ্রব্য প্রত্যক্ষের সময় দ্রব্যে অবস্থিত গুন ও কর্মের প্রত্যক্ষও হয়। এই গুণ বা কর্ম দ্রব্যের সাথে সমবায় সম্বন্ধে থাকে। কাজেই দ্রব্যে অবস্থিত গুণ বা কর্মের সাথে চক্ষু ইন্দ্রিয়ের যে সন্নিকর্ষ,

তাকে সংযুক্ত-সমবায় সন্নিকর্ষ বলে। যেমন, চক প্রত্যক্ষের সময় চকের শ্বেত বর্ণের ও প্রত্যক্ষ হয়। এই চক্ষু ইন্দ্রিয়ের সাথে চকের শ্বেত বর্ণের যে সম্বন্ধ, তাকে সংযুক্ত-সমবায় সন্নিকর্ষ বলে।

৩) সংযুক্ত-সমবেত-সমবায় সন্নিকর্ষঃ দ্রব্য প্রত্যক্ষের সময় দ্রব্যের যে গুণ বা কর্ম তার জাতিরও প্রত্যক্ষ হয়। চক্ষুর সাথে ঐ দ্রব্যস্থিত গুণ বা কর্মের জাতি প্রত্যক্ষে সংযুক্ত-সমবেত-সমবায় সন্নিকর্ষ হয়। যেমন, চকের শ্বেত বর্ণের জাতি হল শ্বেতত্ব যা সমবায় সম্বন্ধে শ্বেত বর্ণের সাথে থাকে। চক্ষুর সাথে আবার চকের সংযোগ সম্বন্ধ হয়। কাজেই চক্ষু ইন্দ্রিয়ের সাথে শ্বেতত্ব এর যে সম্বন্ধ তা হল সংযুক্ত-সমবেত-সমবায় সন্নিকর্ষ।

৪) সমবায় সন্নিকর্ষঃ কর্ণেন্দ্রিয় দ্বারা শব্দের প্রত্যক্ষে সমবায় সন্নিকর্ষ হয়। ন্যায় মতে শব্দ হল আকাশের গুণ এবং কর্ণেন্দ্রিয় আকাশ ভিন্ন অন্য কিছু নয়। অর্থ্যাৎ শব্দ কর্ণেন্দ্রিয়ের গুণ। আর গুণ ও গুণীর সম্বন্ধ সমবায় হয়।

৫) সমবেত-সমবায় সন্নিকর্ষঃ শব্দ প্রত্যক্ষকালে শব্দে আশ্রিত শব্দত্ব জাতিরও প্রত্যক্ষ হয়। শব্দ প্রত্যক্ষের সময় শব্দত্ব জাতিকেও প্রত্যক্ষ করা হয় যে শব্দত্ব জাতি শব্দেই রয়েছে। কর্ণেন্দ্রিয়ের সাথে শব্দত্ব জাতির যে সন্নিকর্ষ, তাই সমবেত সমবায় সন্নিকর্ষ। আকাশে শব্দ সমবেত থাকে। ওই শব্দে শব্দত্ব জাতি রয়েছে সমবায় সম্বন্ধে। তাই এই সন্নিকর্ষ সমবেত সমবায় সন্নিকর্ষ।

৬) বিশেষ্য-বিশেষণাভাব সন্নিকর্ষঃ ন্যায় দর্শনে ভাব পদার্থের মতো অভাব পদার্থকেও স্বতন্ত্র পদার্থ হিসাবে স্বীকার করা হয়েছে। অভাব প্রত্যক্ষে বিশেষ্য-বিশেষণা ভাব সন্নিকর্ষ হয়। যেমন, ভূতলে ঘটের অভাব প্রত্যক্ষে 'ভূতল' হল বিশেষ্য আর 'ঘটাভাব' হল ভূতলের বিশেষণ। বিশেষ্য ভূতলের প্রত্যক্ষকালে তার বিশেষণ ঘটাভাবেরও প্রত্যক্ষ হয় বলে অভাব প্রত্যক্ষে বিশেষ্য-বিশেষণা ভাব সন্নিকর্ষ হয়।

## সম্ভাব্য প্রশ্নাবলীঃ

### প্রশ্ন মান-২

১) প্রতিটি লৌকিক সন্নিকর্ষের উদাহরণসহ সংজ্ঞা।

২) শুধু উদাহরণ দেওয়া থাকবে এবং সেক্ষেত্রে কোন সন্নিকর্ষ হয়েছে, তা নির্ধারণ করতে হবে।

প্রশ্ন মান-১০

১) বিভিন্ন প্রকার লৌকিক সন্নিকর্ষের উদাহরণসহ সংজ্ঞা লেখ।